BANGABHARATI - A National Research Journal of Bengali
ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

চর্যায় অন্ত্যেবাসী ঃ আর্য হয়ে ওঠার প্রাক্ কাহিনী

পাপিয়া মান্ডী
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, পঃবঃ।

প্রবন্ধসার

'চর্যাপদ' বাঙালী জীবনের প্রথম সার্থক রূপচিত্রণ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের অন্ত্যেবাসী জীবনগীত এখানে বনিত হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও আর্যপ্রসঙ্গও এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে দেখতে চাইবো কীভাবে বাংলাদেশের অনার্য সংস্কৃতি ক্রমে আর্য সংস্কৃতি অধিগ্রহণের অভিমুখ রচনা করছে তাদের নিত্যদিনের জীবন চর্যার মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্য শুধু নয়, সাংস্কৃতিক জীবনের এই বিবর্তনের ধারাপথটির সূচনা আমরা এই রচনায় পেয়ে যাই। ফলে আমাদের চর্যাপদ বিষয়ে এই আলোচনা সাহিত্যের পাশাপাশি সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায়ও সহায়ক হবে।

সুপ্রাচীন আর্য-ধর্ম চিন্তার আলোকে মহিমান্বিত প্রাচীন ও মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনার্য-সম্প্রদায়ের অবদান যে কতখানি এ প্রসঙ্গে প্রায় যশস্বী-পন্ডিতেরাই একমত। শ্রদ্ধেয় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন–

> ''এ তথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, আর্য-
> ব্রাহ্মন্য বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি
> সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ,
> জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস,
> সংস্কার ও আচার- অনুষ্ঠান, নানা
> দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-
> বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছুই-
> আমরা সেই আদিবাসীদের-
> নিকট হইতে আত্মসাৎ করিয়াছি।''

এই একই যুক্তি ধারায় অনুসরণে এবার বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অন্যতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' এর আলোচনা করা যেতে পারে। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যা' সম্পর্কে যে অভিমতটি দিয়েছেন তা হল–

> 'এই পদ গুলিতে সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের
> রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে
> সেকালের ভদ্রেতর সমাজের একটা
> ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করা যাবে। সে
> সমাজ ইষৎ হীন বৃত্তিজীবী অন্ত্যজ
> সমাজ.....অস্ট্রিক কৌমের জন-
> সাধারণের জীবনায়ন।'

প্রাচ্যবিদ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কান্ডারী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই যুগান্তকারী চর্যাপদ সমূহের-আবিষ্কার করেন। মূলতঃ বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গোষ্ঠীগত আধ্যাত্ম ভাবনার প্রকাশই ছিল চর্যার মূলে। তবু ধর্মের কথাকে অতিক্রম করে, সান্ধ্য ভাষার জটা জলকে ভেদ করে, চলমান জীবনের টুকরো টুকরো ছবি চর্যায় ফুটে উঠেছে। অন্ত্যজ মানুষ জন এখানে যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, তুলনায় উচ্চ মানুষের এখানে খুব কমই আলোকিত। ধরে নেওয়াই যায় চর্যার কবিরা সেকালের বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে জলে মাছের মতো মিশে থাকতেন, তাই তাদের জীবনযাত্রার এত নিখুঁত ছবি কবিরা দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। চর্যার গানগুলিতে মূলতঃ নিম্নব্রহ্ম পুত্রের পশ্চিম পাড় থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যার কিছু অংশ, বর্তমান বিহারের কিছু অংশ, কামরূপে বর্তমান আসামের কিছু অংশের অন্ত্যজ মানুষ জনদের জীবনরস ফুটে উঠেছে।

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

আমরা চর্যায় পাই শবর-শবরীর কথা, উঁচু উঁচু বা টিলার ওপরের যাদের বাস–

'উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।'

এই টিলা বা ছোট ছোট পাহাড় গুলি আসলে বাংলার উত্তর পশ্চিমমাঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়। পাহাড় পুরের মন্দিরের ভাস্কর্যে এই শবর-শবরীর চিত্র রয়েছে। ডোমদের নিবাসস্থল সম্পর্কে ও কবি কাহ্নপাদের ভাষায় ফুটে ওঠে-

'নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।'

লোকালয় থেকে দূরে এদের অবস্থান যেমন বুঝিয়ে দেয় তাদের সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা, তেমনি অপরদিকে সামাজিক বঞ্চনার শিকার এই সকল মানুষজনও বোধহয় নিভৃত স্থান- গুলিকে হৃদয়গম্য করে নিয়েছেলেন যশস্বী পন্ডিত আব্দুল সাত্তার তাঁর উপজাতীয় সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বইতে লিখেছেন–

> 'নদীরতীরে বা পাহাড় শীর্ষে বসতি স্থাপন সম্পর্কে কোন কোন উপাজাতির সংস্কার বদ্ধ ধারনা ও রয়ে গেছে। যেমন লেন্দুজ উপজাতি বিশ্বাল পোষণ করে যে, সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে তাদের আদি মানব -মানবী পাহাড় শীর্ষে ও বৃক্ষ চূড়ায় আশ্রয় গ্রহন করেছিল। আদি মানব-মানবীর প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ তারা এখন ও পাহাড় শীর্ষে- এবং বৃক্ষ চূড়ায় বসবাস করতে অধিক পছন্দ করে। এ কারণে তাদের -ঘর গুলো নির্মিত হয় পাহাড়ের উচ্চ টিলায়।'

মূলতঃ আর্য পূর্ব আদি অস্ট্রাল জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্রই চর্যায় ফুটে উঠেছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চর্যার গানে হরিণ শিকারের একটি বাস্তব চিত্র আমরা পাই। ৬নং পদে সেই চিত্র-পরিলক্ষিত হয়–

'কাহেরে ঘিনি মেলি আচ্ছহ কীস।
বেটিল হাক পড়অ চৌদীস।।
অপনা মাংসে হরিপা ধেরী-
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরি।।'

শিকার করার সময় শিকারকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরা হত। বাংলার আদি বাসীদের মধ্যে আজও এই শিকার উৎসব প্রচলিত। প্রতি বুদ্ধ পূর্নিমার রাত্রিতে সুবা বাংলার আদিবাসীরা অযোধ্যা পাহাড়ে শিকার উৎসবে মিলিত হয়। আবার কঙ্কুচিনা পাকলে শবর-শবরী আনন্দে মেতে ওঠে। ৫০ নং পদে চর্যায় আমরা পাই তারই চিত্র–

'কঙ্কুঁচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।'

আজও পর্বত সঙ্কুন স্থানে যে সমস্ত উপজাতি মানুষজন বসবাস করেন তাঁরা জুম পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করেন। কঙ্গুঁচিনা পাকলে শবর-শবরী যে আনন্দে মেতে উঠত, তা সম্ভবত এই 'জুম' পদ্ধতির চাষ আবাদকেই ব্যক্ত করেছে। ১৯ নং পদে পটহ মাদল সহযোগে ডোম্বীকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন কাহ্নপাদ–

'ভব নির্ব্রানে পড়হ মাদলা।
মনপবণ বেলি করন্তু কসালা।।
জঅ জঅ দুংদুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চালিআ।।'

এই মাদল সহযোগে বিবাহ প্রথা আজও আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ৩ নং চর্যায় দেখি এক শুঁড়ি বউ সুপারি ছালের বাখর দিয়ে মদ তৈরী করে গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে। গ্রাহকরা নিজেরাই শুঁড়িদের বাড়ীতে এলে মদ্যপান করছে–

'এক সে সুন্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চী অণ বাকলঅ বারুলি বান্ধঅ।।
আইল গরাহক অপনে বহিআ।।'

বাংলার আদিবাসী সমাজে এই চিত্রের দেখা আজও মেলে। ১৪ নং পদে দেখি একটি ডোম রমনী নির্বিঘ্নে যাত্রীদের অপরপারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে–

'গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই
তঁহি চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

লীলে পার করেই।।'

চর্যায় নিম্নবিত্ত অস্পৃশ্য রমনীদের সামাজিক অবস্থান ছিল স্বাধীন। পরিবারের মুখে দু-মুঠো আহার যোগানোর জন্য তারা নিজেরাই সংসারের হাল ধরত। শরীরিক সক্ষমতার দিক দিয়ে নিম্নবিত্ত আদিবাসী সমাজে আজও পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সহাবস্থান লক্ষিত হয়। যশস্বী পন্ডিত আবদুস্ সাত্তার বলেছেন—

''উপজাতি সমাজে মেয়ে পুরুষ
উভয়েই মাঠে কাজ করে। পার্বত্য
চট্টগ্রামের মগ সমাজে লক্ষ্য-
করেছি যে সেখানে মেয়েরাই-
পুরুষদের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে।
কৃষিকাজ তাদের প্রধান জীবিকা
অবলম্বনের উপায় হলেও অন্যান্য-
কাজও তারা করে-।''

চর্যায় সেকালের সমাজের যে চিহ্ন আমরা পাই তাতে দেখি সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রবল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও নিম্নবর্নের ডোম, শবরদের মধ্যে ছিল বিশাল ফারাক। কিন্তু সমাজে যৌন জীবন ছিল খুব শিথিল। তাই পৈতী ধারী ব্রাহ্মণও ডোম রমনীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হত। চর্যার ১০ নং পদে পাই সেই চিত্র–

'নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোঁই ছোঁই জাহ সো বাহ্মণনাড়িআ।।'

শ্রদ্ধেয় মধুপ দে বলেছেন—

'আর্য ভাষা উত্তর ভারত থেকে মগধ হয়ে বঙ্গদেশে বিশেষত দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ সহ তৎকালীন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এসেছিল সকলের শেষে। আর এই আসার পথে অনার্যদের থেকে পৃথকত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তারা ক্রমশ সংখ্যায় ও শক্তিতে ক্ষীণবল হতে থাকে। ফলে আর্য-শুদ্ধতা বজায় রেখে নিশ্চিহ্ন হওয়ার চেয়ে অনার্যদের সঙ্গে সখ্যতা রচনা করে আর্য সংকর জনগোষ্ঠী সৃষ্টির মধ্যেই টিকে থাকার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইতিমধ্যে যে অনার্য সম্প্রদায় আর্য ভাষীদের ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদের নীচের তলায় স্থান পেয়েছিল, তাদের সঙ্গে আর্য ভাষীদের যৌন মিলনে আর্য সংকরদের সৃষ্টি হতে থাকে।' ব্রাহ্মন কর্তৃক লিখিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণেও বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ ব্যাতীত আর সকলেই সংকর। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক পন্ডিতদের মতে, কী ব্রাহ্মণ, কী শুদ্র বঙ্গ ভূমিতে কোথাও বিশুদ্ধ আর্য রক্ত নেই। অর্থাৎ আর্যদের আগমনে যে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার বীজ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ চর্যাপদের মধ্যেও নিহিত ছিল। অনার্থ ও আর্যদের মিশ্রণে যে সংকর পতিত আর্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল, এরাই ছিলেন সুবা বাংলার আর্য সম্প্রদায়। শ্রদ্ধেয় মধুপ দে বলেছেন–

'এই সংকর আর্যরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-
প্রতিপাদনের জন্য নূতন করে নিয়মাবলী-
তৈরী করে অনার্যদের দূরে সরিয়ে
রাখবার চেষ্টা করল।'

চর্যাপদে যে আদি অস্ট্রাল জনগোষ্ঠীর জীবন চিত্র প্রত্যক্ষ করি আজও বর্তমান সাঁওতাল, মুন্ডা, হো প্রকৃতি আদিবাসী সমাজের মধ্যে সেই চিত্রের অনেকটাই পরিলক্ষিত হয়। চর্যায় উল্লিখিত শবর জনজাতির মানুষজন আজ নিজেদের সংস্কৃতিকে অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে অনার্য আদিবাসী শ্রেনীর মানুষজনদের মধ্যে কেবলমাত্র সাঁওতালরাই এখনো নিজেদের সংস্কৃতিকে মোটামুটি ধরে রেখেছে। মুন্ডারা আদিবাসী সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছে। মুন্ডাদের একাংশ আবার নিজস্ব সংস্কৃতি পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে হিন্দু ভুমিজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানে কুর্মীরা সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি জনজাতির সংস্পর্শ সম্পূর্ন পরিত্যাগ করে পশ্চাদ পদ হিন্দু শ্রেনিতে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৩০ সালে এই কুর্মীরা হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য নিজেদের ক্ষত্রিয় হিসেবে দাবি করে এবং ১৯৩১ সালে কুর্মী ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

ISSN : XXXX XXXX
Vol-1, No.-1 : 2022

রিসলে সাহেব সহ অনেক গবেষক মনে করেন কুর্মীরা সাঁওতালদের হিন্দুধর্ম গ্রহনকারী কোন শাখা বা তাঁরা অতীতে সাঁওতালদের পরম-আত্মীয় ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিনয় মাহাত বলেছেন—

' কোন সাঁওতাল অদ্যাবধি কোন ব্রাহ্মনের বাড়িতে খাদ্য গ্রহনকে অপবিত্র কাজ বলে মনে ক রে।.....এমনকি অন্যান্য ঝাড়খন্ডী সম্প্রদায়ের গৃহে আহার গ্রহন সম্পর্কে ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাছ বিচার আছে। কিন্তু, কুর্মীদের গৃহে খাদ্য গ্রহণে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। একদা সাঁওতালদের মতই কুর্মীরাও ব্রাহ্মণ পরিবারে অন্ন গ্রহন করতেন না। কুর্মীদের মহিলারা এখনো ব্রাহ্মনদের ছোঁওয়া খাবার খান না।'

ঠিক যেভাবে জামবনি রাজাদের আরাধ্যা কুলদেবী রক্তপায়িনী রঙ্কিনী পরিত্যাক্ত হয়েছিলেন ধবলদেব রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিবন্ধক হওয়ার ফলে এবং নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধলভূমগড়ের রাজারা কনক দুর্গাকে তাঁদের কুলদেবীর আসনে বসিয়েছিলেন, ঠিক ,সেই ভাবেই আদিযুগ - মধ্যযুগ পেরিয়েও এই আর্যীকরণ আজও সচল। যশস্বী পন্ডিত অম্বরনাথ সেনগুপ্ত বলেছেন—

> অনুন্নত জাতির সংস্পর্শে আসে তখন স্বাভাবিক সমাজ বিজ্ঞানের-নিয়মানুসারে অনুন্নত সম্প্রদায় নিজেদের সত্তা বিসর্জন দিয়ে উন্নত জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে-নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই পরিবর্তন সর্বাত্মক।''

এইভাবেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ চর্যাপদের ডোম-শবর প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষী ও দ্রাবিড় ভাষী সম্প্রদায় একসময় আর্য হিন্দুত্বে পরিনত হওয়ার বাসনায় নিজেদের ভাষা সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে হিন্দুদের নিম্নস্তরে স্থান করে নিয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে আছে—

'ঝারিখন্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত।।
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁহা করে স্থিতি।
সেই সব গ্রামেরলোকের হয় কৃষ্ণভক্তি।।'

যোড়শ শতকে চৈতন্যদেবও যখন ঝারিখন্ডের ভেতর দিয়ে মথুরা যাত্রা করেন সেই সময় ঝারিখন্ডের অনেক অনার্য অস্ট্রিক জনজাতির মানুষজন কৃষ্ণ প্রেমে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবেই এই বাংলার সংস্কৃতিকে আর্য ও অনার্য জাতি মিলে মিশে প্রায় একাকার হে গিয়েছে এবং এই আর্যীকরণ প্রক্রিয়া এখনো সমানভাবেই সচল মান।

গ্রন্থঋণ ঃ—

১। চর্যাগীতি পরিক্রমা – ডঃ নির্মল দাশ
২। নির্বাচিত চর্যাপদ – ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা।
৩। চর্যাপদ পুর্নমূল্যায়ণ – সম্পাদনা – তপন মন্ডল
৪। ঝাড়গ্রাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি – মধুপ দে
৫। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য – অবদুস্ সাত্তার
৬। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়
– শ্রী পরেচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৭। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
– ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা – অম্বরনাথ সেনগুপ্ত